International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 6, November-December, 2025

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ): প্রকৃতি ও শিশু মনস্তত্ত্বের মেলবন্ধন

আজাহার দালাল

স্নাতক(সাম্মানিক),ডি. এল.এড, স্নাতকোত্তর

ভূমিকা

ইংরেজিতে যাকে জুভেনাইল লিটারেচার বলা হয়ে থাকে , বাংলায় তার প্রতিশব্দ করা হয়েছে শিশু -সাহিত্য। সাধারণত শিশু সাহিত্যের সঙ্গে কোন কোন গবেষক কিশোর কালকেও যুক্ত করে দিয়ে একসঙ্গে এই জাতীয় রচনাগুলিকে শিশু -কিশোর সাহিত্য রূপে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে শতাক্ষী কুণ্ডু 'বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার " শীর্ষক এক আলোচনায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

'সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা শিশু -কিশোরসাহিত্য। এই শিশু ও কিশোর কারা ? সাধারণত বারো বছর বয়সের পূর্বে হল শৈশব এবং বারো থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত সময়কে মনে করা হয় কৈশোর। এই সময়পর্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যে সাহিত্যকে রচনা করা হয় , তা-ই হল শিশু -কিশোরসাহিত্য। সাহিত্য তো সকলের জন্য , নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে সাহিত্যের সৃজনশীলতাকে বেঁধে ফেলা আদৌ যায় কি ? অনেকে আবার শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভাজনরেখা টানার পক্ষপাতী নয়। বিপরীত মতে , একদম সহজসরল নির্ভেজাল কল্পনা কিংবা নিতান্তই হালকা কোনো অনুভূতি নিয়ে শিশুদের জন্য লেখা হলেও যখনই তা পাঠে খানিক বুদ্ধির পরিপক্কতা প্রয়োজন হয় , তখনই তা হয়ে ওঠে কিশোরসাহিত্য।"

তবে কিশোর-সাহিত্য বলতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনার কালে বেশ ভালো করেই সেটা প্রমাণ করেছেন। তবে একথা উল্লেখ যে 'বউ ঠাকুরানীর হাট' থেকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' পর্যন্ত বিভিন্ন সাধের যে সকল রচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে শিশু এবং কিশোরদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রায় কিছুই লেখেননি। তারপর শৈশবের শ্রেণিকক্ষে মাস্টারমশাইয়ের কথায় বা জানালা দিয়ে দেখা ঘাট বাঁধানো পুকুর সংলগ্ন দৃশ্যাবলীকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে শিশু -কবির চিত্ততোষী রচনা ছিল একথা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী কৌতুক করে একটা কথা বলেছিলেন যে শিশু -পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতিত অপর কেউ রচনা করতে পারেনা। আর শিশুরা সমাজের উপর যত অত্যাচার করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করেনা।

১৩টি লেখা ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচটি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তারপর 'বালক' এর যে কটি সংখ্যা বেরিয়েছে , সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখা নানা বিষয়ক রচনার সংখ্যা ১৪টি। তবে রবীন্দ্রনাথ শিশু বলতে চিরন্তন একটা সত্তাকে নির্দেশ করেছেন। যে সত্তাটি যেমন পুরাতন ; তেমনি আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান এবং তার নিজের আপন ছন্দে বহমান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর -কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা -অনুসারে, বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র -বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে , অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন , যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।'

রবীন্দ্রনাথের অগণিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'কড়ি ও কোমল ', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ইত্যাদি শিশুদের জন্য এবং শিশুদের নিয়ে লেখা বহু পরিচিত কবিতা সংকলন। 'সাত ভাই চম্পা' অথবা 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' বাঙালি শিশুর শুনে শুনে শেখা প্রথম ছড়া। কবিতাগুলোতে কবি মায়ের প্রতি বারবার সম্বোধন করেছেন। আসলে ঠাকুর বাড়ির পাশ্চাত্য রীতি মেনে মা ও শিশুর যে বিচ্ছিন্ন জীবন -যাপন সেই না পাওয়া , সাধারণ শিশু জীবনের ছবি উঠে এসেছে বারবার। কবিতায় শিশু মনের চাওয়া ও না -পাওয়া খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। শিশুর জীবনের সরল যাপন , ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মা ও সন্তানের

আড়ম্বরহীন সম্পর্কের ছবি মানুষের খুব চেনা সম্পর্কের মাধুর্যকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। মা ও শিশুর কথোপকথনের ভঙ্গি খুব মনোরম। 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশু নিজেকে বীর বলে ভাবে। সেই কল্পনার রণক্ষেত্রে মায়ের রক্ষাকর্তা সবচেয়ে শক্তিশালী সন্তান মায়ের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো পরিণত বয়সে রচনা করলেও, কবিতাগুলির মধ্যে মা ও সন্তানের নির্মল সম্পর্কের বিষয়টি অটুট রয়েছে। বাস্তবে স্নেহ বঞ্চিত এক মানবশিশুর কল্পনার জগতে মাতৃস্নেহের কোনো অভাব রাখেননি কবি।

বাঙালির সন্তান রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মধ্য দিয়েই তাঁকে প্রথম চেনে। 'মেঘের কোলে রোদ' অথবা 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ' সম্ভবত সবার চেনা রবীন্দ্রসংগীত যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আলাপন হয় , শিশুমন বন্ধনহীন জীবনের আশ্বাস পায়। তবে 'সহজপাঠ' রবীন্দ্রনাথের নিছক শিশু -সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করা নয়। বলা চলে , সহজপাঠ আসলে শিশু-পাঠ্য কিন্তু টেক্সট বুক-এর গোত্রে চিহ্নিত।

প্রথম অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও তার শিশু-পাঠ্য কয়েকটি রচনা

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন আই .সি.এস পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে যে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, সেই কলেজে তিনি তিন মাসের বেশি পড়াশুনা করতে পারেননি। তার কারণ এই যে , রবীন্দ্রনাথ তার পড়াশুনোর বিষয়টিকে কোনদিনই ক্লাসরুম নির্ভর চার -দেওয়ালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করতে চাননি। বিষয়টা তার কাছে এতটাই বিরক্তিকর ছিল যে, তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। আর তারপর তিনি যখন শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে যুক্ত হলেন, তখন তার মধ্যে জেগে উঠেছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষগুলির জন্য কিছু একটা করবার উদগ্র বাসনা। আর তারই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সমাজ -সংস্কার মূলক কাজের পাশাপাশি একটা জিনিস তাকে খুব বেশি করে আলোড়িত করেছিল যে, শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠতে পারে।

আর তাইতো তিনি সেই স্বপ্নের পরিণতি দান করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে কিনে রাখা একখণ্ড জমিতে একটা আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করবার মধ্য দিয়ে। মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্মিত একটি বাড়িতে সেই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সেখানে ছাত্রের সংখ্যা শতাধিক অতিক্রান্ত হলে , তাদের যাবতীয় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাদানের পাশাপাশি ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হলো। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একেবারে ছোটদের জন্য যে বই দুটি রচনা করলেন সেগুলি যথাক্রমে - সহজ পাঠ ১ম খণ্ড এবং সহজপাঠ ২য় খণ্ড। যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিশু -মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটা অসামান্য সচেতনতা যেমন রয়েছে ; তেমনি রয়েছে কিভাবে একটি শিশুকে প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার মাতৃভাষায় সড়গড় করে তোলা সম্ভব , সেই বিষয়ক নানা পরীক্ষা -নিরীক্ষা। সেক্ষেত্রে আমার অণু -গবেষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের দুটি খণ্ডে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর নতুন একটা আলোকপাত করতে-

(ক) সহজ পাঠের দুটি খণ্ড , (খ) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ , (গ) রবীন্দ্র জীবনী বিষয়ক নানা রচনা, (ঘ) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক বেশ কয়েকটি বক্তৃতা এবং (ঙ) রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য এবং বেশকিছু তথ্যচিত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

আমার বিশ্বাস উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিচার -বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত সহপাঠ্যতে প্রতিভাত রবীন্দ্রনাথের শিশু -মনস্তত্ত্ব ও প্রকৃতি ভাবনার একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে , যার একটা সামাজিক মূল্য অবশ্যই রয়েছে।

ইংরেজিতে যাকে জুভেনাইল লিটারেচার বলা হয়ে থাকে , বাংলায় তার প্রতিশব্দ করা হয়েছে শিশু -সাহিত্য। সাধারণত শিশু সাহিত্যের সঙ্গে কোন কোন গবেষক কিশোর কালকেও যুক্ত করে দিয়ে একসঙ্গে এই জাতীয় রচনাগুলিকে শিশু -কিশোর সাহিত্য রূপে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে শতাক্ষী কুণ্ডু 'বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার " শীর্ষক এক আলোচনায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

'সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা শিশু -কিশোরসাহিত্য। এই শিশু ও কিশোর কারা ? সাধারণত বারো বছর বয়সের পূর্বে হল শৈশব এবং বারো থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত সময়কে মনে করা হয় কৈশোর। এই সময়পর্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যে সাহিত্যকে রচনা করা হয় , তা-ই হল শিশু -কিশোরসাহিত্য। সাহিত্য তো সকলের জন্য , নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে সাহিত্যের সৃজনশীলতাকে বেঁধে ফেলা আদৌ যায় কি ? অনেকে আবার শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভাজনরেখা টানার পক্ষপাতী নয়। বিপরীত মতে , একদম সহজসরল নির্ভেজাল কল্পনা কিংবা নিতান্তই

হালকা কোনো অনুভূতি নিয়ে শিশুদের জন্য লেখা হলেও যখনই তা পাঠে খানিক বুদ্ধির পরিপক্কতা প্রয়োজন হয় , তখনই তা হয়ে ওঠে কিশোরসাহিত্য।"

তবে কিশোর-সাহিত্য বলতে বোঝায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনার কালে বেশ ভালো করেই সেটা প্রমাণ করেছেন। তবে একথা উল্লেখ যে 'বউ ঠাকুরানীর হাট' থেকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' পর্যন্ত বিভিন্ন সাধের যে সকল রচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে শিশু এবং কিশোরদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রায় কিছুই লেখেননি। তারপর শৈশবের শ্রেণিকক্ষে মাস্টারমশাইয়ের কথায় বা জানালা দিয়ে দেখা ঘাট বাঁধানো পুকুর সংলগ্ন দৃশ্যাবলীকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে শিশু -কবির চিত্ততোষী রচনা ছিল একথা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী কৌতুক করে একটা কথা বলেছিলেন যে শিশু -পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতিত অপর কেউ রচনা করতে পারেনা। আর শিশুরা সমাজের উপর যত অত্যাচার করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করেনা।

১৩টি লেখা ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে পাঁচটি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তারপর 'বালক' এর যে কটি সংখ্যা বেরিয়েছে , সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখা নানা বিষয়ক রচনার সংখ্যা ১৪টি। তবে রবীন্দ্রনাথ শিশু বলতে চিরন্তন একটা সত্তাকে নির্দেশ করেছেন। যে সত্তাটি যেমন পুরাতন ; তেমনি আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান এবং তার নিজের আপন ছন্দে বহমান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর -কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা -অনুসারে, বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র -বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে , অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন , যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।'

রবীন্দ্রনাথের অগণিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'কড়ি ও কোমল ', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ ' ইত্যাদি শিশুদের জন্য এবং শিশুদের নিয়ে লেখা বহু পরিচিত কবিতা সংকলন। 'সাত ভাই চম্পা ' অথবা 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ' বাঙালি শিশুর শুনে শুনে শেখা প্রথম ছড়া। কবিতাগুলোতে কবি মায়ের প্রতি বারবার সম্বোধন করেছেন। আসলে ঠাকুর বাড়ির পাশ্চাত্য রীতি মেনে মা ও শিশুর যে বিচ্ছিন্ন জীবন -যাপন সেই না পাওয়া , সাধারণ শিশু জীবনের ছবি উঠে এসেছে বারবার। কবিতায় শিশু মনের চাওয়া ও না -পাওয়া খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। শিশুর জীবনের সরল যাপন , ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মা ও সন্তানের আড়ম্বরহীন সম্পর্কের ছবি মানুষের খুব চেনা সম্পর্কের মাধুর্যকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। মা ও শিশুর কথোপকথনের ভঙ্গি খুব মনোরম। 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশু নিজেকে বীর বলে ভাবে। সেই কল্পনার রণক্ষেত্রে মায়ের রক্ষাকর্তা সবচেয়ে শক্তিশালী সন্তান মায়ের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো পরিণত বয়সে রচনা করলেও, কবিতাগুলির মধ্যে মা ও সন্তানের নির্মল সম্পর্কের বিষয়টি অটুট রয়েছে। বাস্তবে স্নেহ বঞ্চিত এক মানবশিশুর কল্পনার জগতে মাতৃস্নেহের কোনো অভাব রাখেননি কবি।

বাঙালির সন্তান রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মধ্য দিয়েই তাঁকে প্রথম চেনে। 'মেঘের কোলে রোদ' অথবা 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ' সম্ভবত সবার চেনা রবীন্দ্রসংগীত যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আলাপন হয় , শিশুমন বন্ধনহীন জীবনের আশ্বাস পায়। তবে 'সহজপাঠ' রবীন্দ্রনাথের নিছক শিশু -সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করা নয়। বলা চলে , সহজপাঠ আসলে শিশু-পাঠ্য কিন্তু টেক্সট বুক-এর গোত্রে চিহ্নিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সহজ পাঠ পরিচয় এবং রচনার উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন যারা , তাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন। তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন , তিনি যখন জানতে পারেন যে , শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি তিনি তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন , ঠিক তখনই ব্রহ্মবান্ধববাবু কবির সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

'রবীন্দ্রনাথের 'বোর্ডিং-স্কুল'কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপদান করলেন ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্রনাথ পত্রে ও প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন , ব্রহ্মবান্ধব মাস-চারেক ছিলেন। রাজনীতি তাঁকে টানছে , তা ছাড়া এ ভাবে এক জায়গায় বসে কাজ করা তাঁরও স্বভাববিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে 'চার অধ্যায় ' উপন্যাসের (১৯৩৪) গোড়ায় ব্রহ্মবান্ধবকে অকস্মাৎ স্মরণ করেছিলেন.... আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে কবির প্রীতিপূর্ণ-সম্পর্কের কথা আছে।

পরবর্তীকাল মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি গ্রাজুয়েট যুবক আশ্রম-বিদ্যালয়ে হেডমাস্টারের দায়িত্ব নিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য -পুস্তকের প্রয়োজন হতেই রবীন্দ্রনাথ নিজে কলম ধরলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শুধু পাঠ্য -পুস্তক নয়; রবীন্দ্রনাথ তার আশ্রম-বিদ্যালয় ছেলেদের জন্য লিখেছিলেন বর্ষা ঋতু বিষয়ক বেশ কয়েকটি গান। শুধু তাই নয় ; ছেলেদের অভিনয় উপযোগী করে একটা নাটক লেখবার তাগিদে তিনি 'শারদোৎসব' নাটকটি রচনা করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ এবং তার শিশু -ভাবনার সঙ্গে অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদ ও লেখকের একটা মূলত পার্থক্য রয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, চারপাশের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল একটি শিশুর মধ্যে এক ধরনের ম্যাচিওরিটি তৈরি করে দেয়। আর সেই শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কতখানি অবহিত ছিলেন সেই প্রসঙ্গে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন -

'রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ছোটোদের ছোটো ভাবেননি। ছোটোদের ছোটো ভেবে শিশুসাহিত্যের নামে 'ন্যাকামি' করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। হেলাফেলায় অবহেলায় 'শিশুদিগকে নিতান্ত শিশু ' ভেবে লেখা এইসব গ্রন্থাদি ছোটোরা কতখানি উপভোগ করে , গ্রামের আমোদর আড়ি পাতা কিম্বা , সে প্রশ্ন তো রয়েছেই যায়। রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের ছোটো ভাবেননি বলেই নিছক 'ছেলেভুলানো' বই একটিও লেখেননি।'

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন শিশুদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্যে 'সহজ পাঠ' (দুটি খণ্ড) লেখেন; তখন তিনি শিশু -মনস্তত্ত্ব এবং শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আর সেই সচেতনতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' রচনার উদ্দেশ্যটি খুব স্পষ্ট করে বেরিয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক গবেষিকা সুপ্রিয়া কর্মকার তার 'সহজ পাঠ ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন-

"His contribution to creating child literature is very much important. Ranindranath has composes efficiently Sahaj Path so that the contents suited with the mind of children and the picture of the society of that time can be visible to children. It helps in mental and social development of children....In all-round development of children the role of Sahaj Path is very much important because all-round development means not only mental and social development but also physical emotional, cultural and moral development."

তবে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য 'সহজ পাঠ' লিখেছিলেন এমনটা নয়; তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল শিশুর বিকাশের একটা সামগ্রিক ক্ষেত্র। যে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্বাচন করেছেন তা নয় ; তিনি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যসহ , খুব যত্ন করে দেখেছেন বিদেশে শিশুর বিকাশে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাগুলি। তার উপরেই ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ তার 'সহজপাঠ' (দুই খণ্ড) রচনা করেছেন। যেখানে লক্ষ্য করা গেছে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন-

(ক) শিশুর মানসিক বিকাশ।
(খ) যা শিশুর প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
(গ) তিনি শিশুদেরকে শেখাতে চেয়েছেন প্রকৃতি পরিচয়ের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলির গুরুত্ব।
(ঘ) প্রতিবেশীদের সম্পর্কে একটা সহানুভূতিশীল মানসিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং একটা সামাজিক ঐক্যের সেইসব ক্ষেত্রগুলি, যা যাবতীয় বৈষম্য দূর করে দিতে পারে।
(ঙ) শিশুর কল্পনা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়। কোথাও একটা মানসিক বিকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের দৈহিক সুস্থতা এবং ছোট থেকেই তাদের কল্পনা ও স্ব -নির্ভরতার একটা শিক্ষা সহজ পাঠের রচনাবলীতে অতি সহজ এবং অকপট ভাষায় তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়
সহজ পাঠে প্রকৃতি ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা গড়ে উঠেছিল একটা উপনিষদিক আদর্শের ঘেরা টোপে। সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সূত্রেই একটা সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে , মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কের নিকট থেকে কোন মানুষ ছিন্ন হয়ে গেলে সে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা প্রাণময় মুক্ত হাওয়া বইয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষা ভাবনায় প্রকৃতিকে একটা অনন্য ও অপরিহার্য অঙ্গ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আর শিশু -শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তৎকালে যে একটা ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে ছেলে -মেয়েদের জীবন থেকে , তার পরিবেশ, পারিপার্শ্ব থেকে প্রকৃতিকে সরিয়ে দেবার সচেতন প্রচেষ্টা চলেছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আর এই বিরোধিতাটাই শিশু শিক্ষার জন্য সহজ পাঠ রচনায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করেছিল। সেক্ষেত্রে তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতে এদেশের ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গোড়ায় গলদটা আছে, তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী আরো লিখেছেন-

'আমাদের বর্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদ হচ্ছে , এ শিক্ষার বাহন ইংরাজী ভাষা -আমাদের মাতৃভাষা নয়। এ শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে-বিদ্যা অর্জন করেন সে-বিদ্যা শুধু পুরোপুরি আমাদের মনে বসে না। এবং দেশের শিক্ষিত মন যে ফলে অপরিণত অবস্থাতেই থেকে যায় তাতে আর আশ্চর্য কি ! রবীন্দ্রনাথ কলম ধ 'রে অবধি এই সহজ সত্যটির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ... যাঁরা মনে করেন য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রাণপণে নকল করতে পারলেই আমাদের মোক্ষ লাভ হবে, তাঁদেরও এ সত্যটি চোখ এড়িয়ে গিয়েছে যে, য়ুরোপে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে শিক্ষার বাহন স্বদেশী ভাষা নয়।'

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আশ্রম -বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। সহজ পাঠ , প্রথম ভাগের শুরুতেই তিনি যে বর্ণপরিচয় শেখানোর পদ্ধতি, নন্দলাল বসুর চিত্র এবং অলংকরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; সেখানে বর্ণ আছে, আর তার পরিচয়ের সঙ্গে আরো আছে সেইসব ছন্দে বলা বিষয়গুলির উল্লেখ , যা বর্ণের সঙ্গে শিশুদের তার পারিপার্শ্ব অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশকে একটা অনায়াস সাবলীলতায় চিনিয়ে দিতে পারে। বর্ণপরিচয়ের ক্ষেত্রে এমন ছন্দ ও ছবির ব্যবহার সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীর শিশু -শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এনেছে একথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'বর্ণপরিচয়'-এর সূত্রে লিখেছেন এমন কয়েকটি দুই পংক্তি নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

যেমন, স্বরবর্ণের সূত্রে শিশুদের প্রকৃতি পরিচয়:
(ক) অ আ
(খ) উ ঊ
(গ) ঋ
: ছোট খোকা বলে অ আ/শেখেনি সে কথা কওয়া।
: হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ/ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।
: ঘন মেঘ বলে ঋ/দিন বড় বিশ্রী।।
আর এভাবেই ব্যঞ্জনবর্ণগুলি শেখাবার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একটা অসাধারণ নৈপুণ্যে বর্ণমালার শিক্ষা ও প্রকৃতিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার এবং অসাধারণ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন:
(ক) ক খ গ ঘ
(খ) চ ছ
(গ) শ ষ স
: ক খ গ ঘ গান গেয়ে/জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।
: চরে বসে রাঁধে চ ছ/চোখে তার লাগে ধোঁয়া।
: শ ষ স বাদল দিনে/ঘরে যায় ছাতা কিনে।

তবে মাতৃভাষার সঙ্গে শিশুদের তার চারপাশের প্রকৃতির পরিচয় ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা -বিজ্ঞানের রীতি অনুসারে ক্রমশ সহজ থেকে কঠিন গদ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যেমন প্রথম পাঠ-এ কবি লিখছেন-

'বনে থাকে বাঘ/গাছে থাকে পাখী।
জলে থাকে মাছ/ডালে আছে ফল।
পাখী ফল খায়/পাখা মেলে ওড়ে।
বাঘ আছে আম-বনে/গায়ে চাকা চাকা দাগ।'"

দ্বিতীয় পাঠে 'রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। ' ইত্যাদি ছোট ছোট বাক্যে রবীন্দ্রনাথ শিশুদেরকে বিভিন্ন রঙের ফুল চেনানোর চেষ্টা করেছেন। কখনোবা কালো রাত আলো দিয়ে মুছে ফেলবার অসাধারণ প্রকৃতি পরিচয়ের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম পাঠে মোতিবিল পেরিয়ে এসে লিখেছেন সেই বিখ্যাত কবিতাটি-
"আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে/বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি/দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিকচিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা/এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে শাদা।"

চতুর্থ পাঠ
সহজ পাঠ ও শিশু মনস্তত্ত্ব

ইংরেজিতে যাকে 'সাইকোলজি' বলা হয়, বাংলায় তার প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'মনোবিদ্যা'। সাধারণ অর্থে এটি একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। সেক্ষেত্রে মনোবিদ্যা এমন একটি আলোচনা ক্ষেত্র , যেখানে

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বাইরের জীবনটা শুধু নয় ; ভিতর থেকে তার যে সত্তাটি প্রতিমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করে চলে , তাকে যদি 'মন' বলা হয় তবে, মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরেই এক একটা বিশেষ মানসিক সত্তা বর্তমান। শিশু -কিশোরদের বিকাশের নানান স্তরে তাইতো তাদের মনের নানা ওঠাপড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক শিক্ষাবিদেরা তাদের পাঠ্যবস্তু , সিলেবাস রচনা করে থাকেন।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড তার থিওরিতে শিশু এবং কিশোরবেলার যে মনস্তাত্ত্বিক ছবি এঁকেছেন , তার সঙ্গে তাদের যৌনতার উন্মেষ ও বিকাশেরও একটা বিশেষ ক্ষেত্র যুক্ত করে দিয়েছেন। ইতিহাস বলে , রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারের সঙ্গে কখনোই একমত হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন তার সহজ পাঠ শিশুদের জন্য রচনা করেছেন , তখন অবশ্যই বলা যেতে পারে তিনি ফ্রয়েডের দ্বারা কোনভাবেই চালিত হননি। তবে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে-

(ক) যাদের শিশু বলা হয়, তাদের মধ্যে একটা নির্ভরতার চাহিদা থাকে।
(খ) এ অবস্থায় তাদের পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য তাদের যাবতীয় আবেগের বিকাশের সহায়।
(গ) শিশুদের মধ্যে একটা অন্ধ-আবেগের তীব্রতা লক্ষনীয়।
(ঘ) শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয় এবং সেই অনুকরণের মধ্য দিয়ে তারা তার পূর্বপুরুষের ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অভিগত করতে থাকে এবং
(ঙ) সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ও সেই বয়সটার সঙ্গে যুক্ত নানা ভাবনাগুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু এবং কিশোর , যাদের ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি 'সহজ পাঠ'-এর দুটি খণ্ড রচনা করেছিলেন , সেখানে তিনি তাদের মনস্তত্ত্ব ও বিকাশের পক্ষে যে বিষয়গুলি সহায়ক হবে , তার উপরে জোর দিয়েছেন। সেই অর্থে 'সহজ পাঠ' নিছক একটি ভাষা শিক্ষার বই নয় , তার সঙ্গে মিলেমিশে আছে শিশু মনস্তত্ত্ব ও তাদের বিকাশের একটা যৌক্তিক পরম্পরা এবং তার নানা মাত্রিক ভিত্তি

যে কোনো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তার চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতুহল এবং প্রতিমুহূর্তে প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ অজানা বিষয়গুলির রহস্য উন্মোচন। যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে ক্রমশ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ'-এর প্রথম খণ্ডের বিষয় -বিন্যাসগুলি তেমনভাবেই তৈরি করেছেন, যাতে করে তার আশ্রম -বিদ্যালয়ের ছেলেরা ক্রমশ প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সেইসব চাহিদাগুলিকে আরো পূর্ণ করে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে শিশু এবং কিশোরদের জীবনে আবেগ-স্বপ্ন, কিছু ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন-

'সিগমান্ড ফ্রয়েড এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন যে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের অপূর্ণ ইচ্ছা পুরিত হয়। তাঁর মতে আমাদের অনেক অপূর্ণ ইচ্ছা থাকে। এই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি সচেতন অবস্থায় আমাদের মনে থাকে। এই ইচ্ছাগুলি আগে জাগ্রত অবস্থায় যখন চেতনায় এসেছিল তখন সামাজিক নিষেধের কারনে চরিতার্থ হতে পারে নি। কিন্তু এই অচরিতার্থ ইচ্ছেগুলো মন থেকে মুছে যায় না। এগুলি অচেতনভাবে মনের মধ্যে থেকে যায়। '

রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের স্বপ্ন -স্মৃতি কিংবা মনের ভিতরকার সুপ্ত ইচ্ছাগুলিকে একেবারেই তার নিজের মতো করে দেখেছেন। তাইতো শিশুদের কৌতুহল মিটিয়ে দিতে তিনি জানাচ্ছেন , নাইবার কালে স্নানের ঘাটে ছেলেরা পরস্পরের দিকে জল ছেটায়। মেয়েরা সেই ঘাটে এসে বাসন মাজে। কোন কোন গবেষক এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা -শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক একটা সামাজিক মনস্তত্ত্বের পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন বাদরে যেমন গাছের ডাল ধরে ঝাঁকা দেয় , ঠিক তেমনি আবার চাষী চাষ করে , সাধারণ মানুষের খাবার যোগায়। মাছে -ভাতে বাঙালি কেউ কেউ স্নানের কালে গামছা দিয়ে কয়েকটা মাছ ধরে নিয়ে যায়। অতি ছোট ছোট কিছু টুকরো টুকরো চিত্র , যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশু -মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক কৌতূহলকে সহজ ভাষায় এমন করে চিত্রিত করেছেন যে , সেটা কারো পক্ষেই গ্রহণ করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে ওঠেনি। আর মানুষের মনের সুপ্ত ইচ্ছা সম্পর্কে , এত অসাধারণ কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' প্রথম খণ্ডের দশম পাঠে-

'আমি ভাবি খোঁড়া হতে/পারি মাছ ধরতে/ডাঙ্গি মাছি মাছ হয়ে
কবির সাঁতার/কভু ডাবি পাখী হয়ে/উড়িঙব গগনে।
কখনো হবে না সে কি/ভাবি যাহা মনে?'

পঞ্চম অধ্যায়
সহজ পাঠ ও সহজ শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এর মধ্যে কোন কোন গবেষক একটা সহজ সরলতার ক্ষেত্র লক্ষ্য করেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশে সহজ প্রকৃতির পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ কঠিনের দিকে যাত্রা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটদের সমস্ত বইয়ের মধ্যে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন , কিছু না কিছু বোঝা এবং না বোঝার আলো - আঁধারি আছে। আর এই প্রসঙ্গে তিনি 'শিশুশিক্ষা', 'বর্ণপরিচয়' এবং 'হাসিখুশি' ইত্যাদি বইয়ের জগতে 'সহজ পাঠ' এর একটা স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে লিখেছেন-

'শিশু'-র প্রাবল্য নেই 'সহজপাঠ'-এ। 'সহজপাঠ'ও সহজভাবে পাঠের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আপাত -পাঠে সব স্পষ্ট হয় না। অনেক কিছুই আড়ালে রয়ে যায়। 'সহজপাঠ' তাই পরিণত বয়সের নিবিড় -পাঠ দাবি করে। পুনপাঠে নতুন করে আবিষ্কৃত হয় ব্যতিক্রমী এই প্রাইমারটি। 'শিশুশিক্ষা'-'বর্ণপরিচয়'-'হাসিখুশি'-র প্রাইমার জগতে 'সহজপাঠ' একেবারে অন্য রকম, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। আসলে সহজ কথা যায় না বলা সহজে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের লেখায় সামগ্রিকভাবে সহজ - সারল্যের আবরণ আছে সত্য , কিন্তু সেখানেই সব ফুরিয়ে যায়নি , ভিতরে অন্য 'কোনো এক বোধ কাজ করে। ' রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের সাহিত্যেও তরল সহজপাচ্য নন। গভীর অনুভবের , প্রগাঢ় উপলব্ধির। তাঁর ছোটোদের লেখাতেও মনন - বৈদগ্ধ্যের ঘাটতি নেই। 'সহজপাঠ'-এ, যে বই একান্তই ছোটোদের, সে বইতেও রয়েছে বৈদগ্ধ্যের শৈল্পিক-ঔজ্জ্বল্য।"
সুতরাং 'সহজ পাঠ'-এর বহুমাত্রিক একটা আবেদন রয়েছে। সেই আবেদনগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতে পেয়েছে—

ক. প্রথমত, শিশুর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কৌতূহল বৃদ্ধির সমন্বিত একটা মাত্রা।
দ্বিতীয়ত, শিশুর বিকাশের সঙ্গে তার প্রকৃতিগত সঙ্গে চেনাজানা এবং
তৃতীয়ত, 'সহজ পাঠ'-এর দ্বিতীয় ভাগে বাংলা রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন
শিশুর শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটা সমাজ সচেতনতা তৈরি করতে।
রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য লেখা 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি 'জগৎবাড়ি'র মায়ের উদ্দেশ্যে একটি শিশুর জিজ্ঞাসা 'জন্মে আমি কোথা থেকে?'

আর সেই চারপাশের কৌতূহল পূরণ করতে রবীন্দ্রনাথ যখন অগ্রসর , তখন তার 'সহজ পাঠ'-এ অবশ্যই এসে যুক্ত হয়েছে একটা মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিক। 'সহজ পাঠ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে তাইতো দেখা গেল কোন এক শিশু , সে রূপকথার কাহিনি পড়ে নিজেই নিজের একটা কল্পজগৎ তৈরি করে নেয়। আর তারপর সে তার মায়ের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে-
'ঐখানে মা পুকুর পাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী-/কেউ কোথাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে/বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে/থাকব দুজনেই।'

'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগে যেমন রবীন্দ্রনাথ শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির যে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন , তা একেবারেই গ্রামীণ প্রকৃতি। মতিবিলে হাঁসের দল সাঁতার দেয়। কিংবা বর্ষাকালে নদীর তীরে সবুজ গাছগাছালির মাথার উপর কখনো বৃষ্টি কখনো রোদ্দুর সব মিলিয়ে সে একটা বড় রোমান্টিক পরিবেশ। তবে একটি শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যায় যেসব জায়গা গুলিতে , তার মধ্যে গ্রামীণ হাট একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। গ্রামীণ অর্থনীতির নিয়ামক। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে তার বিখ্যাত হাট কবিতায় লিখলেন-
'কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি/বোঝাই-করা কলসি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন/সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেচে শুক্রবারে/বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে/গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।'

আর সচেতনতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ একেবারে ঝরঝরে গদ্যে লিখেছেন , সেই সমাজের কথা। যেখানে ছাত্ররা কোন এক মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়েছে পরিবেশ রক্ষার অভিযানে। আর তাদের সেই আনন্দের প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কবির সাবলীল গদ্যে- 'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সিদ্ধি , তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো , মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল , কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ ক 'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।'

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ জীবন -অভিজ্ঞতায় শিশুদেরকে চিনে ছিলেন অত্যন্ত নিবিড় উপলব্ধির আলোক দিয়ে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন , এই শিশুরাই ভবিষ্যতের নাগরিক। সুস্থ পরিবার , সমাজ, সুস্থ দেশ গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই শিশুদেরকে সেই ভাবে গড়ে তোলা উচিত; যাতে করে তারা সামনের দিনের রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির পক্ষে সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' রচনার কালে প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুর বিকাশে তার মনস্তত্বের উপর। শুধু তাই নয় ; শিশুর মনস্তত্ব বিকাশে 'সহজ পাঠ'কে পড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তার আশ্রম -বিদ্যালয়ে প্রকৃতির মধ্যেই একটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবির আশ্রম -বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায় লিখেছেন-

'শিক্ষাদানের কোনো গৃহ ছিল না সে তো সকলেই জানেন। বিদ্যালয় বসত গাছের তলায় মুক্ত মাঠে , খোলা আকাশের নীচে। থাকার মধ্যে ছিল কেবল প্রত্যেকটি ছাত্রের একটি করে নিজস্ব কম্বলাসন , শিক্ষকমহাশয়দেরও তাই। ঘন্টা পড়লে আসন হাতে ক্লাসে গিয়ে বসা হত। ক্লাসকে বলা হত গ্রুপ (Group), লিখবার বোর্ড (Board) দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত বৃক্ষকাণ্ডে , স্কুল পেরেক বিদ্ধ করে। গ্রুপ বসত দু 'বেলা—সকালে ও বিকালে। দুপুরবেলা ছিল বিশ্রামের বেলা—নিদ্রার নয়। সকালে বিকালে যে পড়া হত , তাতেই হত পড়ার শেষ। ঘরে কেউ পড়ার বই পড়ত না , পড়ত গল্পের বই , খবরের কাগজ। দেখত ছবির বই। লিখত হাতের লেখা। '১০

সেক্ষেত্রে শুধু রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এ প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের মনস্তত্ত্বকে স্পর্শ করেছেন তা নয়। তিনি ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি , শিশু-মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতার একটা অসাধারণ শিক্ষা 'সহজপাঠ'-এ তুলে ধরেছেন। নৈতিকতা হল ঠিক বা ভুল বিচারের নীতি। অর্থাৎ নৈতিকতা হল কোন ব্যক্তির কোন একটি পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তার বিবরণ। আর নৈতিক বিকাশ হল এই নৈতিকতার পরিবর্তন বা ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতার বিকাশ। একজন শিশু জন্মের পর থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রমশ উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা লাভ করতে থাকে। শিশু ক্রমে ক্রমে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত, নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বুঝতে শেখে।

সহজপাঠের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল—
(ক) 'কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে। দুষ্টামি কোরো না।' (পৃষ্ঠা ২২)
(খ) 'বোষ্টমি গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। কষ্ট পাবে।' (পৃষ্ঠা ২৩)
(গ) 'কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন করে খেতে দিলে।' (পৃষ্ঠা ৩৪)
(ঘ) ডাক্তার বললেন, 'ওই তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে।' (পৃষ্ঠা ৪২)
(ঙ) বললেন, 'তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে।' (পৃষ্ঠা ৫১)

তথ্যসূত্র

১.কুণ্ডু শতাক্ষী, শিশু-কিশোরসাহিত্যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০২২
২.ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,"মেয়েলি ছড়া" ভারতী, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫
৩.মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার,আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮
৪.গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ , শিশুসাহিত্যের সোনালি ভবিষ্যৎ, সাহিত্যলোক, ২০১৮, পৃ. ২৫
৫.কর্মকার সুপ্রিয়া, "সহজ পাঠ ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ",প্রতিধ্বনি দ্য ইকো, ২০১৮, পৃ. ৫০
৬.চৌধুরী প্রমথ, "শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ" রবীন্দ্র বিচিত্রা। সম্পাদনা বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম্, ১৩৯৯, পৃ. ৩৫-৩৬
৭.ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (১ম ভাগ), বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ. ১২
৮.তদেব, পৃ. ৩৫
৯.চক্রবর্তী সাধন, মনোবিদ্যার প্রাথমিক পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭, পৃ. ৮২-৮৩
১০.ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (১ম ভাগ) বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ. ৪০
১১.গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ,শিশুসাহিত্যের সোনালি ভবিষ্যৎ, সাহিত্যলোক, ২০১৮, পৃ. ২৬

গ্রন্থপঞ্জি

[1]. ক.আকর গ্রন্থ:
[2]. ১.ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (১ম ভাগ), বিশ্বভারতী, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ.

[3]. ২.ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,সহজ পাঠ (২য় ভাগ),বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ.
[4]. খ.সহায়ক গ্রন্থ:
[5]. ১.কুণ্ডু শতাক্ষী, শিশু-কিশোরসাহিত্যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০২২
[6]. ২.মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার,রবীন্দ্রজীবনকথা,আনন্দ পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৪২৫.
[7]. ৩.গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ. শিশুসাহিত্যের সোনালি ভবিষ্যৎ, সাহিত্যলোক, সেপ্টেম্বর ২০১৮
[8]. ৪.দে বিশ্বনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্র বিচিত্রা,সাহিত্যম্, ১৩৯৯
[9]. ৫.চক্রবর্তী সাধন, মনোবিদ্যার প্রাথমিক পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, মার্চ ২০১৭
[10]. ৬.নস্কর সনৎকুমার, সম্পাদক,তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম, প্রজ্ঞা বিকাশ, জানুয়ারি ২০২০
[11]. ৭.চৌধুরী মিশ্র দেবতুষি , বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে অপরূপকথা: ঠাকুরমার ঝুলি,প্রজ্ঞা বিকাশ, জুন ২০২০.
[12]. ৮.চট্টোপাধ্যায় পার্থ,বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৯
[13]. ৯.আদিত্য শুভ্রাংশু,প্রেম প্রসঙ্গে ফ্রয়েড এবং মুশায়েরা, ২০১৪
[14]. ১০ফ্রয়েড, সিগমুন্ড. সভ্যতা ও তার অসন্তোষ. অনুবাদক মঞ্জুলেখা বেরা, এবং মুশায়েরা, ২০১৪.
[15]. ১১.ফ্রয়েড সিগমুন্ড ,মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা, স্বপ্ন, অনুবাদক অরূপ রতন বসু, দীপায়ন, ২০০৭.
[16]. ১২ফ্রয়েড সিগমুন্ড,ভুল ও অন্যান্য, অনুবাদক ভব রায়, দীপায়ন, ২০০৭
[17]. ১৩.রায় হিমাংশুপ্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়,সাহিত্যম্, ১৩৯৯
[18]. গ.অন্তর্জাল সহায়তা: ইন্টারনেট সহায়তা
[19]. ঘ.ব্যবহৃত অভিধান: বাংলা একাডেমী কৃত 'আধুনিক বাংলা অভিধান'